প্রথম আলো

16 AUG 2008

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের আশ্রয়ে সক্রিয় হচ্ছে শিবির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে কয়েক মাস ধরেই ছাত্রদল নিজেদের ব্যানারে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু একই সময়ে একই দাবিতে 'নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রও বিক্ষোভ মিছিল করছেন। ছাত্রদলের কর্মীদের প্রশ্ন, ছাত্রদলের ব্যানারেই যেহেতু আন্দোলন হচ্ছে, তাহলে অন্য ব্যানারটির প্রয়োজন কী? তবে শীর্ষস্থানীয় নেতারা এ ব্যাপারে নিরুত্তর। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বলছে, নির্যাতন প্রতিরোধের আড়ালে মূলত শিবিরকেই ক্যাম্পাসে মহড়া দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন ছাত্রদলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা।

ছাত্রদলের কর্মীরা জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলন ক্যাম্পাসে একটি মিছিল বের করে। সেই মিছিলে তিন শতাধিক শিবিরের কর্মী অংশ নিয়ে 'একাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার' স্লোগান দেয়। প্রগতিশীল মননধারী ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা বলেন, একাত্তরে তারা দেশে গণহত্যা চালিয়েছিল। এখন আবার সে গণহত্যার হাতিয়ার এই স্লোগান দিয়ে ধারালো করতে চায়।

নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক বলে নিজেকে পরিচয় দেন গোলাম আজম, ওরফে খোমেনী ওরফে খোমেনী ইহসান। ছাত্রদল কর্মীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ এবং বিভিন্ন হলে তাঁর সমর্থিত নেতারা শিবিরকে সমর্থন দিচ্ছেন। তবে ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সুলতান সালাহ উদ্দিন টুকুসহ একটি অংশ চাইছেন নির্যাতন প্রতিরোধের বিলুপ্তি।

খোমেনী ইহসান তাঁর সঙ্গে শিবিরের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মিলেই এই ব্যানারটি তৈরি করেছিল। ছাত্রদলের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েই অন্যান্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। অন্য কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

তবে টুকু অংশের নেতা সূর্য সেন হলের সাধারণ সম্পাদক করিম সরকার বলেন, নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনাকারীদের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের আর ছাড় দেওয়া হবে না।

এদিকে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে জহুরুল হক হলের ৩০০৬ নম্বর কক্ষে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা বৈঠক করার সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের তিনজনকে মারধর করে। সেদিন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা শিবিরকে প্রতিরোধ না করে উল্টো শিবিরের পক্ষ নেয়। শিবির কর্মীদের এ বৈঠকের ঘটনায় হল প্রাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে অধ্যাপক জাহিদুল ইসলামের পদত্যাগ দাবি করে গত বুধবার মিছিল ও উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়েছে ছাত্রলীগ।

তবে প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম বলেন, সে ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। শিবিরের কর্মকাণ্ডে হল প্রশাসনের সম্পৃক্ততার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটা মিথ্যা অভিযোগ।'

জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ কর্মী শামসুল কবির রাহাত বলেন, তাঁদের হলে প্রায়ই শিবির বৈঠক করছে। দেশে জরুরি অবস্থা চালু থাকলেও তারা হলের ক্যাফেটেরিয়ার বারান্দায় প্রকাশ্য মিটিং করে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রাধ্যক্ষের সরাসরি সহায়তায় এই হলে শিবির এখন প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া ফিরোজপন্থী কয়েকজন ছাত্রদল নেতাও হলে তাদের সহায়তা করছেন।

ক্যাম্পাসে শিবিরসহ সব মৌলবাদী সংগঠনের কার্যক্রমের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বিভিন্ন হলের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীরা জানিয়েছে, শিবির প্রকাশ্যে কোনো মিছিল-মিটিং না করতে পারলেও বিভিন্ন আবাসিক হলে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসনে বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকেরা সরাসরি সমর্থন দিচ্ছেন। কয়েকটি হলের প্রাধ্যক্ষ তাঁদের নিজের বাংলোয় এবং কার্যালয়ে ডেকে নিয়েও তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ সাংবাদিকদের বলেন, নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে করা কর্মসূচি মূলত ছাত্রদলেরই স্বার্থ রক্ষা করছিল। তাই তাদের প্রতি কিছুটা সমর্থন থাকলেও সে সমর্থন তুলে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুল হক নাসির *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম, নির্যাতন প্রতিরোধ ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্রশিবির সক্রিয় হচ্ছে, তাই এটা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু কেউ এসব কথা শোনেনি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মিলন সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রশাসনে থেকে যেসব লোক সরাসরি শিবিরকে সহায়তা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তবে শিবিরকে প্রতিরোধে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।